যায়যায়দিন

তারিখ ... 1 APR 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৩ ...

রাবির ১১৭ শূন্য আসনে ভর্তিতে গড়িমসি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন বিভাগে ১১৭টি আসন শূন্য রয়েছে। ওই শূন্য আসনগুলো পূরণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। এতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে আগ্রহী মেধাবী শিক্ষার্থীরা।

রাবি প্রশাসন জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৬৮০ আসনের মধ্যে ১১৭টি আসনই ফাঁকা রয়েছে। বিভিন্ন সময়ে ভর্তি বাতিল হওয়া ও শূন্য আসনের বিপরীতে ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়ায় এই শূন্যতা তৈরি হয়েছে। ফলে উচ্চ শিক্ষার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেও ভর্তি হতে না পারায় অনেক শিক্ষার্থী হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

২০১২ সালের ৪ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত ৯টি অনুষদের ৪৯টি বিভাগের অধীনে ২ লাখ ৩৪ হাজার ৫৪৭ জন শিক্ষার্থী ৩৬৮০টি আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যেখানে প্রতি আসনের বিপরীতে ৬৭ জন শিক্ষার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে।

সর্বশেষ ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় গত বছর ২৮ নভেম্বর থেকে যা চলে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। তবে নতুন বর্ষের শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু হয়েছিল চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ফলিত গণিত বিভাগে ২০টি, পদার্থ বিজ্ঞানে ১০টি, আরবি ল্যাংগুয়েজে ৯টি, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ৬টি, সঙ্গীতে ৮টি, চারুকলায় ৫টি, ইসলামিক স্টাডিজে ৬টি, নাট্যকলায় ৪টি, ইতিহাসে ২টি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে ৪টি, ফার্সিতে ৪টি, উর্দুতে ২টি, পরিসংখ্যানে ২টি, প্রাণ রসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞানে ১টি, পপুলেশন সায়েন্স এন্ড হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে ১টি, সমাজকর্মে ১টি, সমাজবিজ্ঞানে ২টি, লোকপ্রশাসনে ৩টি, নৃবিজ্ঞানে ২টি, ফোকলোরে ৪টি, উদ্ভিদ বিজ্ঞানে ৬টি, প্রাণিবিদ্যায় ২টি, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যায় ৫টি, ইরিগেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে ২টি আসন শূন্য রয়েছে। এরইমধ্যে ওই শূন্য আসনগুলোতে ভর্তি হতে না পারায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে শিক্ষার্থীরা। আমেনা খাতুন নামে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের 'ই' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় অপেক্ষমান থাকা

গড়িমসি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

গড়িমসি : রাবির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

একজন শিক্ষার্থী যায়যায়দিনকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন হঠাৎ করে বিকালে ভর্তি হওয়ার জন্য নোটিশ দেয়। যার সময়সীমা একদিনও থাকে না। ফলে দূরে অবস্থান করায় আমরা নোটিশের খবর জানতে পারি না। তিনি অভিযোগ করেন, ভর্তি হওয়ার সময় প্রশাসন অপেক্ষমান তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাতে কিছুটা লুকোচুরির আশ্রয় নেয়।

জুবায়ের ইবনে কলিম নামে অপর এক শিক্ষার্থী বলেন, আসন ফাঁকা থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে ভর্তি সংক্রান্ত কোনো নোটিশ না দেয়ায় আমরা দুশ্চিন্তায় আছি। অন্য কোথাও ভর্তি না হয়ে কখন এখান থেকে ডাক পড়ে এই আশায় বসে আছি। কিন্তু এখনো পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ভর্তির কোনো নোটিশ দেয়নি। তিনি শূন্য আসনগুলোতে অবতিবিলম্বে নতুনভাবে ভর্তির নোটিশ প্রদানের দাবি জানান।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন আনসার আলী জানান, ভর্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ব্যাপার। আসন শূন্যের বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে জানিয়েছি। অনুমতি পেলে আমরা আবার শূন্য আসনে ভর্তি কার্যক্রম শুরু করব।

উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সারওয়ার জাহান সজল রোববার দুপুরে বলেন, আমরা শুনেছি বিভিন্ন বিভাগে আসন ফাঁকা রয়েছে। আগের প্রশাসনের বিষয়টি দেখার কথা ছিল। তিনি বলেন, বিলম্ব হলেও আমরা খুব শিগগির নোটিশ দিয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করব।